দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ২ ...

শতাব্দী-প্রাচীন কলেজসমূহের সমস্যা

পৌনে দুইশত বৎসর পাড়ি দিয়াছে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ। দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় বিদ্যায়তনটি স্থাপন করিয়াছে বহু সাফল্য ও গৌরবের ফলক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার আশি বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মহাবিদ্যালয়। ইহাই তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রথম কলেজ। ১৮৩৫ সালে ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেইলরের উদ্যোগে স্থাপিত কলেজিয়েট স্কুলটিই ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজে রূপান্তরিত হয়। ইহাই বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সূতিকাগার। ঢাকা কলেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় কমপক্ষে আরও ১০টি মহাবিদ্যালয়। রংপুরের কারমাইকেল কলেজ স্থাপিত হয় ১৯১৬ সালে। শতবর্ষ কিংবা তাহারও অধিক বয়সী এই মহাবিদ্যালয়সমূহের বেশিরভাগই স্থাপিত হইয়াছে বিদ্যোৎসাহী দানশীল ব্যক্তিদের দ্বারা। প্রতিষ্ঠাকালেই এইসব কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন মনীষাদীপ্ত নিবেদিতপ্রাণ অনেক শিক্ষক। আর সেই কারণেই কলেজগুলি হইয়া উঠিয়াছিল শতাব্দীর আলোকবর্তিকা। কালপ্রবাহে ঐতিহ্যের সেই ঔজ্জ্বল্য আজ আর নাই। কলেজগুলি যেন বা হারাইতে বসিয়াছে অতীতের গৌরব। অনুরূপ চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে।

শিক্ষকতার পেশা এখন যে আর আগের জায়গায় নাই, সেই কথা কমবেশি সকলেই স্বীকার করেন। উপরন্তু যুক্ত হইয়াছে বিবিধ সমস্যা। বিদ্যার্থীর সংখ্যা বোধগম্য কারণেই বাড়িয়াছে বহুগুণে। এই কলেজসমূহের বেশিরভাগই অতীতে ছিল দ্বাদশ তথা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের। সময়ের প্রয়োজনে খোলা হইয়াছে স্নাতক ও স্নাতক সম্মান কোর্স। প্রায় প্রতিটি কলেজেই পনের-বিশটি বিষয়ে অনার্স চালু রহিয়াছে। পঁচিশ-তিরিশ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করিয়া থাকে একেকটি কলেজে। কিন্তু আনুপাতিক হারে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ে নাই। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোও নির্মিত হয় নাই অনেক ক্ষেত্রে। গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি ও শ্রেণিকক্ষের সমস্যা দৃশ্যমান কমবেশি সব কলেজেই। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৫৬ শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। অধিকাংশ কলেজে লাইব্রেরির অবস্থা শোচনীয়। ঢাকা কলেজের লাইব্রেরিতে একসঙ্গে ১০০ ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা আছে। অথচ এই কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২ হাজার। চট্টগ্রামের হাজী মহসিন কলেজের লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের বসিবার জন্য কয়েকটি বেঞ্চ পাতিয়া রাখা হইয়াছে। এইসব সমস্যার পাশাপাশি আছে ছাত্র সংগঠনসমূহের অপকাণ্ডের ঝঞ্ঝাট। যখন যেই দল ক্ষমতায়, তখন সেই দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের উৎপাত এবং সময়-সময়ান্তরে অভ্যন্তরীণ কিংবা পরস্পরবিরোধী ছাত্র সংগঠনের মধ্যকার সংঘর্ষে শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটিবার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলি ছাড়াও দেশের প্রতিটি সরকারি কলেজেই প্রায় একই রকম সমস্যা বিরাজমান। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক স্বল্পতা বলিতে গেলে একটি সাধারণ চিত্র। লাইব্রেরির অব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণিকক্ষের সমস্যা কমবেশি সর্বত্র। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদ আছে কিন্তু শিক্ষক নাই। কোথাও কোথাও পদই সৃষ্টি করা হয় নাই। বিদ্যমান এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। ঐতিহ্যবাহী কলেজসমূহের গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতার সুরক্ষা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনই অন্যান্য সরকারি কলেজের বিদ্যমান সমস্যাবলীর সমাধান আশু কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।